THE RAMAYUNU,

A POEM:

IN FIVE VOLUMES,

Translated from the original Sangskrit,

BY KIRTEE BASS.

VOL. I.

SERAMPORE,

PRINTED AT THE MISSION PRESS,

1802.

বাল্মীকিকৃত

রামায়ণ

মহা কাব্য।

কীর্ত্তিবাস বাঙ্গালি ভাষায় রচিল।—

প্রথম কাণ্ড।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—

১৮০৩।—

রামায়ন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ।

অথ আদ্য কাণ্ড মভি লিখ্যতে।

গোলোক বৈকুণ্ঠ পুরী সভাকার পর
লক্ষ্মীর সহিত তথা আছেন গদাধর।
অদ্ভুত গাছ আছে দেখিতে সুচারু
যাহা চাই তাহা পাই নাম কল্পতরু।
নাহি দিবা নাহি নিশি চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ
তার তলে আছে দিব্য বিচিত্র আওয়াস।
নেতপাট সিংহাসন উপরেতে তুলি
বীরাসনে বসিয়াছেন ঠাকুর শ্রীহরি।
মনে২ প্রভুর হইল উল্লাস
এক অংশ চারি অংশ হইব প্রকাশ।
শ্রীরাম লক্ষ্মন হৈল ভরত শত্রুঘ্ন
এক অংশ চারি অংশ হৈল নারায়ন।

লক্ষ্মীমূর্ত্তি সীতা দেবী বসিয়াছেন বামে
সোনার ছত্র ধরিয়াছে ঠাকুর লক্ষ্মণে।
চামর ঢুলায় তারে ভরত শত্রুঘ্ন
যোড়হাতে স্তব করে পবননন্দন।
এই রূপে বৈকুণ্ঠে আছেন গদাধর
বৈকুণ্ঠ চলিয়া যায় নারদ মুনিবর।
বীনা যন্ত্র হাতে করি প্রভুর গুন গান
ওত্তরিল গিয়া মুনি প্রভুর বিদ্যমান।
রূপ দেখি বিভোল নারদ মুনিবরে
বস্ত্র তিতিল মুনির নয়নের নীরে।
এ রূপ কেন ধরিয়াছে প্রভু নারায়ন
এ কথা কহিব গিয়া যথা পঞ্চানন।
ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান শিব ভাল জানে
এ কথা কহিব গিয়া মহাদেবের স্থানে।
এতেক ভাবিয়া যান নারদ মুনিবর
ওত্তরিল গিয়া মুনি শিবের গোচর।
কৈলাশ শিখরে আইল নারদ মহামতি
শিবকে বন্দিয়া পাছে বন্দিল পার্ব্বতী।

শিব বলেন নারদ ব্রহ্মা শুন দুই জন
বড়ই আনন্দ চিত্ত দেখি কি কারন।
ব্রহ্মা বলেন শুন দেব ভোলানাথ,
গোলোকে দেখিলাম অপূর্ব্ব জগন্নাথ।
সদত দেখি কেবল লক্ষ্মী নারায়ন
চারি অংশ দেখিলাম কিসের কারন।
শুনিয়া ব্রহ্মার কথা শিবের হৈল হাস
সেই রূপ এই কালে করিবেন প্রকাশ।
সেই রূপে আছেন তিনি পৃথিবীভিতর
জন্ম নিতে আছে ষাটি হাজার বৎসর।
রাবন রাক্ষস হবে পৃথিবী ভুবনে
তাহারে বধিতে যে জন্মিবেন তখনে।
দশরথের ঘরে জন্মিবেন চারি জন
রাম লক্ষ্মন হইবেন ভরত শত্রুঘ্ন।
এক অংশ নারায়ন চারি অংশ হৈয়া
তিন নারীর গর্ব্ভে জন্ম শুভক্ষন পাইয়া।
তিন নারীর গর্ব্ভে জন্ম হবে শুভক্ষনে
বাপের সত্য পালিতে রাম যাবেন বনে।

সীতা উদ্ধারিবেন রাম মারিয়ে রাবণে
লব কুশ নামে হবে সীতার নন্দনে।
গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা যত পাপ করে
একবার রামনামে সব পাপে তরে।
মহা পাপি হয়ে যদি রামনাম লয়
ভবসমুদ্র তার বৎসপাদ হয়।
হাসিয়ে বলেন ব্রহ্মা শুন ত্রিলোচন
পৃথিবীতে এমন পাপী আছে কোন জন।
শিব বলেন আমার কথায় প্রতীত নয় মন
মর্ত্যপথে পাপী আছয়ে এক জন।
তারে গিয়া রামনাম দেহ একবার
তবেত জানিবে মুক্ত হইবে সংসার।
ব্রহ্মা নারদ তারা ভাবে দুই জন
পৃথিবীতে এমন পাপী আছে কোন জন।
চ্যবন মুনির পুত্র নাম রত্নাকর
দস্যুবৃত্তি করে সেই বনের ভিতর।
ব্রহ্মা নারদ দোঁহে সন্যাসী হইয়া
রত্নাকরের কাছে দোঁহে মিলিল আসিয়া।

বিধাতার মায়া হৈল রত্নাকরের তরে
সেই দিনে সেই পথে মনুষ্য নাহি চলে।
উচ্চ বৃক্ষে চড়িয়াত চতুর্দ্দিগে চায়
ব্রহ্মা নারদেরে তবে দেখিবারে পায়।
তবে মুনি রত্নাকর লুকাইল বনে
সন্যাসী মারিয়া বস্ত্র লইব এক্ষনে।
ব্রহ্মা নারদ দোঁহে যান সেই পথে
লোহার মুদ্গর তোলে ব্রহ্মারে বধিতে।
ব্রহ্মার মায়াতে তার মুদ্গর রয় হাতে
মায়া করিল ব্রহ্মা না পারে বধিতে।
নাহি নড়ে নাহি পড়ে মুনি ভাবে মনেমন
ব্রহ্মা বলেন বাপু তুমি কোন জন।
রত্নাকর বলে তুমি না চিন আমারে
লইব তোমার বস্ত্র মারিয়া তোমারে।
ব্রহ্মা বলেন আমারে মারি কত পাবে ধন
কহিব যতেক পাপ করিয়াছ এক্ষন।
একশত শত্রু মারিলে যতেক পাপ হয়
একে গো বধিতে ততেক পাপ হয়।

একশত গো বধ যেবা জনে করি
তত পাপ হয় তার মারিলে এক নারী।
একশত স্ত্রীহত্যা করে যেই জন
তত পাপ হয় এক মারিলে ব্রাহ্মণ।
একশত ব্রহ্মহত্যা যেবা জনে করি
তত পাপ হয় এক মারিলে ব্রহ্মচারী।
ব্রহ্মচারী মারিলে পাপ হয় রাশি২
সংখ্যা নাই কত পাপ মারিলে সন্ন্যাসী।
যেই পথ দিয়া তবে যানত সন্ন্যাসী
আড়ে দীর্ঘে চারি ক্রোশ হয় বারানশী।
তত পাপ করিতে যদি তোমার থাকে মন
করহ এতেক পাপ কহিলাম এক্ষণ।
শুনিয়া তাহার কথা রত্নাকর হাসি
তোমা হেন কত আমি মারিয়াছি সন্ন্যাসী।
ব্রহ্মা বলেন যদি না ছাড়িবে মোরে
ডাল মূল করিয়াত বধহ আমারে।
কীট পতঙ্গ আদি পিপিলিকা গন্ধে
লোভেতে যাইতে মৃত্যু আইল আনন্দে।

মারিবে দণ্ডের বাড়ি পড়িব ভূমিতে
পিপিলিকা মরিবেক আমার চাপেতে।
ব্রহ্মা বলেন পাপ কর কার লাগি
তোমার পাপের তরে কেবা আছে ভাগী।
মুনি বলে আমি যত লয়ে যাই ধন
মাতা পিতা স্ত্রী মোর খায় চারি জন।
যেবা কিছু বেচি কিনি চারি জনে খায়
আমার পাপের ভাগী চারি জন হয়।
শুনিয়া হাসেন তবে ব্রহ্মা তপোধন
তোমার পাপের ভাগী তারা হবে কেন।
যতেক করিছ পাপ আপনার কায়
আপনি করিলে পাপ আপনাকে হয়।
জিজ্ঞাসা করিয়ে তুমি আইসগা নিশ্চয়
তোমার পাপের ভাগী তারা যদি হয়।
তবে আমার তরে বধ করহ তুমি
এই বৃক্ষতলেতে বসিয়া থাকি আমি।
হরিষ বিষাদ হইল লাগিল ভাবিতে
বুঝিলাম এই যুক্তি কর পলাইতে।

ব্রহ্মা বলে সত্য করি না পলাব আমি
মাতা পিতাকে সুধাইয়া আইসগা তুমি।
কত দূরে যায় আর ফিরিং চায়।
আমারে ভাঁড়াইয়ে পাছে সন্যাসী পলায়।
আগে পিতার কাছে করি নিবেদন
আদিকাণ্ড গান কীর্ত্তিবাস বিচক্ষন।

মনুষ্য মারিয়ে আমি যত দীন আনি
আমার পাপের না কি ভাগী বট তুমি।
কুপিল চ্যবন মনি পুত্রের বচনে
এমন কথা তোমারে বলিলে কোন জনে।
কোন শাস্ত্রে শুনিয়াছ কে কহিল তোমারে
পুত্র করিলে পাপ লাগেত পিতারে
অজ্ঞান ছাওয়াল তোরে কি কহির কথা
কখন পিতা পুত্র হয় পুত্র হয় পিতা।
যখন ছাওয়াল ছিলে পিতা ছিলাম আমি
বৃদ্ধ ছাওয়াল এক্ষন পিতা হৈলে তুমি।

যখন আছিলে তুমি অতি শিশু কালে
অনেক দুঃখ করি আমি পুষেছি তোমারে।
সে যত করিয়াছি পাপ আপনার তরে
সে সব পাপের ভাগী না লাগে তোমারে।
এক্ষণ পিতা হইয়াছ পুত্র হৈয়াছি আমি
কোন প্রকার করিয়া পুষিতে চাহ তুমি।
মনুষ্য মারিতে তোমা বলে কোন জন
তোমার পাপের ভাগী হবে কোন জন।
শুনিয়ে বাপের বাক্য হেট মাত্রা করে
কাঁদিতেং গেল মায়ের গোচরে।
সত্য করিয়া মোরে কহগো জননী
আমার পাপের না কি ভাগী বট তুমি।
শুনিয়ে মায়ের দুঃখ বাড়িল অপার
দুখিতে নারে যেবা এক দিনের বীর।
দশ মাস গর্ব্বে ধরি পুষিলাম তোমারে
পুত্র করিলে পাপ না লাগে আমারে।
শুনিয়ে মায়ের বাক্য হেট কৈল মাত্রা
স্ত্রীর নিকটে গিয়া কহে সব কথা।

সত্য করিয়া প্রিয়া মোরে কহ বাণী
আমার পাপের না কি ভাগী বট তুমি।
শুনিয়া স্বামির বাক্য কহিছে সাক্ষাতে
নিবেদন করি প্রভু শুন প্রাননাথে।
বিবাহিতা করিলে মোরে অর্দ্ধাঙ্গের ভাগি
এড়াইতে নারি এক পাপে এড়াইতে পারি।
যখন করিলে মোর পানিগ্রহন
সার্ব্বকাল করি তোমা রক্ষন পোষন।
আর যত পাপ পুন্য ভাগি লাগে মোরে
পোষনার্থের ভাগ না লাগে আমারে।
মনুষ্য মারিতে তোমা কোন জন বলে
কোন প্রকারে তুমি পুষিতে চাহ মোরে।
শুনিয়া ভার্য্যার কথা রত্নাকর ডরে
কেমনে তরিব আমি এ পাপ সাগরে।
কাঁদিতে লাগিল শুনি মুনির ভারথী
ডুবিনু পাপেতে মোর কি হইবে গতি।
লোহার মুদ্গর মুনি মাতায় মারিয়া
পড়িল ভুমেতে মুনি অচেতন হৈয়া।

শুনিয়া মুনির পুত্র ভাবিল অন্তরে
সেই মহাজন যদি কৃপা করে মোরে।
ব্রহ্মা নারদ যথা আছেন বসিয়া
পড়িল ব্রহ্মার পায় দণ্ডবত হৈয়া।
একে২ জিজ্ঞাসিনু সভাকার তরে
আমার পাপের ভাগী নাহিক সংসারে।
আপনি কৃপা করিয়া জ্ঞান দিলা তুমি
এ সব পাপে না কি মুক্তি পাব আমি।
ব্রহ্মা বলেন শুন মুনির কুমারে
স্নান করিয়া তুমি আইস সরোবরে।
আসিয়া দাণ্ডাইল সেই সরোবরের পাড়ে
দৃষ্টিমাত্র জল তার ভস্ম হৈয়া উড়ে।
শুকনাতে মরে সব মৎস্য মকর
আইল ব্রহ্মার কাছে না পাইয়া জল।
আছিল অগাধ জল এই সরোবর
আমার দৃষ্টিমাত্রে জল হইল অন্তর।

শুনিয়া হাসেন ব্রহ্মা নারদ তপোধনে
পুর্ণ হয়েছে পাপ তরিবে কেমনে।
কমণ্ডলে ছিল জল দিলেন মাতায়
মহামন্ত্র মুনি তারে কহিবারে যায়।
নিকটে আসিয়া ব্রহ্মা কহে তার কানে
এক বার মুখে তুমি বল রামনামে।
পাপে জড়িত জিহ্বা রাম বলিতে নারে
ও কথা আমার নাহি বদনেতে স্ফুরে।
শুনিয়া ব্রহ্মার বড় ভয় হইল মনে
ইহার মুখে রামনাম বেরবে কেমনে।
মকার করিলে আগে রা করিলে শেষে
তবে বা পাপীর মুখে রামনাম আইসে।
ব্রহ্মা বলেন ওপার করিয়া যে দেখি
মনুষ্য মারিলে বাপু কি বলিয়া ডাকি।
ব্রহ্মার কথা শুনিয়া বলে রত্নাকরে
মনুষ্য মারিলে আমি মড়া বলি তারে।
মড়া নয় মরা বল করি অনুমান
তখনি তোমার মুখে বেরবে রামনাম।

শুকনা কাষ্ঠ দেখিলেন বৃক্ষের উপরে
অঙ্গুলি বাড়াইয়া ব্রহ্মা দেখান তাহারে।
অনেক্ষনে রত্নাকর করি অনুমান
বলিল অনেক কষ্টে মরা কাষ্ঠখান।
মরাং বলিতে আইল রামনাম
সকল পাপেতে মুনি পাইল পরিত্রান।
তুলায় অগ্নিতে যেন ভস্ম হইয়া উড়ে
এক বার রামনামে পাপ গেল দূরে।
রামের মহিমা দেখি ব্রহ্মার তরাস
আদি কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কির্ত্তিবাস।

ব্রহ্মা বলেন শুন নারদ তপোধন
য কহিল মিথ্যা নহে শিবের বচন।
রামনাম দিয়া গেল ব্রহ্মা মুনিবর
সেই নাম জপে ষাটি হাজার বৎসর।
ষাটি হাজার বৎসর এক নাম জপে
সকল অঙ্গ খাইলে তার বল্মীকের পোকে।

মাংস খাইয়া গিত্ত করিলে সোসর
কুশ কণ্টক হইল তাহার ওপর ।
খাইল সকল মাংস অস্থিমাত্র থাকে
তাহার ভিতর মুনি রামনাম ডাকে ।
ব্রহ্মার মহূর্ত্ত ষাটি হাজার বৎসর
পুনর্ব্বার আইল তথা ব্রহ্মা মুনিবর ।
সেইখানে আসি ব্রহ্মা চতুর্দ্দিগে চায়
মনুষ্য নাহিক কেবল রামনাম ময় ।।
রামনাম শুনেন সেই গিত্তির ভিতর
জানিলেন ইহার ভিতর আছে মুনিবর ।
আজ্ঞা করিল ব্রহ্মা পুরন্দরের তরে
সাত দিন বৃষ্টি কর গিত্তির ওপরে ।
মৃত্তিকা গলিয়া তার গেলত সকল
কেবল দেখিল অস্থি তাহার ওপর ।
সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা এই করিল আহ্বান
পাইল শরীর মুখ ওঠিয়া দাঁড়ান ।
দণ্ডবত হইয়া কহিছে সেই মুনি
রামনাম দিয়া মোরে মুক্ত কৈলে তুমি ।

ব্রহ্মা বলে পূর্ব্বনাম ছিল রত্নাকর
আজি হইতে থুইলাম নাম পৃথিবীভিতর।
বালি বৈত হইল বাল্মীক মুনি নাম
সাত কাণ্ড কর গিয়া রামের পুরান।
যেই রামনাম হৈতে হইলে পবিত্র
সেই গ্রন্থ রচ গিয়া রামের চরিত্র।
যোড়হাতে বলে মুনি ব্রহ্মাবিদ্যমান
কেমন হইবে গ্রন্থ কেমন পুরান।
কেমন কবিতাছন্দ আমি নাহি জানি
শুনিয়া যে ব্রহ্মা ছন্দ করিল আপনি।
সরস্বতী ব্রহ্মার নির্ম্মল জিহ্বাতে
হইবে কবিত্বরাশি তোমার মুখেতে।
শ্লোকছন্দে তুমি যেবা করিবে পুরান
অবিকল সেই কর্ম্ম করিবেন রাম।
এত বলি ব্রহ্মা গেল স্বর্গ ভুবন
আদি কাণ্ড গান কীর্ত্তিবাস বিচক্ষন।

এক দিন বাল্মীকি সরোবরের তীরে
রামনাম জপেন বসিয়া বৃক্ষতলে।
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী বসিয়া আছেন বৃক্ষডালে
ব্যাধ আসিয়া পক্ষী বিন্ধিলেক নলে।
বিন্ধিলেক ব্যাধ পক্ষী শৃঙ্গারের কালে
ছট ফট করিয়া পড়ে বাল্মীকির কোলে।
রামনাম বলে মুনি কানে দিল হাত
জীব হত্যা হৈল পাপী আমার সাক্ষাত।
শৃঙ্গারে মারিলে পক্ষী বড়ই কুকর্ম্ম
পাপিষ্ঠ নারকী তুই নহিল কোন ধর্ম্ম।
বিনা অপরাধে হিংসা কর পক্ষিজাতি
বুঝিলাম তোমার নরকে হইবে স্থিতি।
এত বলিয়া মুনি শাপ দিল তাকে
সেই শোকে এক শ্লোক বারাইল মুখে।
শোক হইতে শ্লোক হৈল উৎপাদন
মানিষাদ বলিয়া তাহার হৈল নাম।
চারি চরণ অষ্ট পদ মুনি লেখে পাতে
আপনি লিখিল মুল না পারে বুঝিতে।

ভরদ্বাজ মুনির কাছে দিল দরশন
গুরু শিষ্য বসিয়া ভাবেন দুই জন।
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিল নারদের তরে
উপদেশ কহিয়া আইস বাল্মীকির তরে।
যেখানে বাল্মীকি মুনি ভাবিছেন বসিয়া
সেইখানে নারদ মুনি উত্তরিল গিয়া।
নারদে দেখিয়া মুনি উঠিল সম্ভ্রমে
দণ্ডবত করি দিল বসিতে আসনে।
সেই শ্লোক দিল মুনি নারদের তরে
নারদ করিয়া অর্থ বুঝাইল তাহারে।
এই শ্লোকছন্দে কর রামায়ন পুরান
উপদেশ কহি আমি কর অবধান।
সূর্য্যবংশে রাজা হবে দশরথ নাম
রাবন বধিতে জন্মিবেন ভগবান।
রাম লক্ষন হইবেন ভরত শত্রুঘ্ন
তিন নারীর গর্ব্ভে জন্মিবেন চারি জন।
সীতা দেবী জন্মিবেন জনকের ঘরে
ধনুক ভাঙ্গিয়ে বিভা করিবেন তাহারে।

বাপের সত্য পালিতে রাম যাবেন বন
সঙ্গেতে যাবেন রামের জানকী লক্ষ্মন।
সীতা হরিয়া লবে লঙ্কার রাবন
সুগ্রীব বানরে রাম করিবেন মিলন।
বালিকে মারিয়া তারে দিবে রাজ্যভার
সুগ্রীব করিয়া দিবে সীতার উদ্ধার।
দশ মুণ্ড বিশ হাত মারিয়া রাবন
অযোধ্যায় রাজা হইবেন দেব নারায়ন।
অগস্ত্য কহিবেন রাবনের দিগ্বিজয়
পুনরপি সীতাকে বর্জ্জিবে মহাশয়।
পঞ্চ মাস গর্ব্ভ সীতা পাঠাবেন বনে
লক্ষ্মন যাবেন রাখিতে তোমার আশ্রমে।
কুশ লব নামে হবে সীতার নন্দন
তাহাকে শিখাও তুমি বেদ রামায়ন।
রাজ্য করিবেন এগার সহস্র বৎসর
পুত্রে রাজ্য দিয়া যাবেন স্বর্গের উপর।
জন্ম হৈতে কহিলাম স্বর্গ আরোহন
জন্মিয়া করিবেন ইহা প্রভু নারায়ন।

এত বলি নারদ মুনি গেল স্বর্গবাস
আদি কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

সৃষ্টি সৃজন করিয়াছে মুনিবরে
লক্ষ্মীর জনম করিলেক জনক রাজার ঘরে।
সাগর মথনেতে হইল উপাদান
চাঁদের বেটা বুধ হইল বলবান।
পুরুঘুচ নামে হৈল তাহার নন্দন
তাহার বেটা সত্যবর্ত্ত জানে সর্ব্ব জন।
স্বর্গ নামেতে তাহার হইল কোঙর
তাঁহার পুত্র হইল শ্বেত নৃপবর।
নিমি নামেতে হৈল তাহার নন্দন
নিমিকে প্রসংশা করে যত দেবগন।
সভে মেলি তাহার শরীরখান মথে
তাহাতে জন্মিল পুত্র নাম তার মিথে।
মিথিলা বলিয়া সে বসাইল নগর
জনক কুশধ্বজ হৈল তাহার কোঙর।

কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ
চন্দ্রবংশ রচনা করিল তপোবিন।

আদি পুরুষ হইল নাম নিরঞ্জন
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুত্র তিন জন।
তিন পুত্র হইল কন্যা একখানি
কন্দিনী বলিয়া নাম সবাই বাখানি।
স্বরতকার মুনির পুত্র বিনানারদ জানি
তারে বিভা দিল সেই কন্দিনী ভগিনী।
সভে গীত গায় নারদ বাজায় বেনু
তাহাতে জন্মিল কন্যা নাম হইল ভানু।
তাহার বিবাহ দিল জামদগ্নি বরে
এক অংশে নারায়ন জন্মিল তার ঘরে।
ব্রহ্মার কাছেতে তার পড়িয়াছে বীচ
তাহাতে জন্মিল পুত্র নাম তাঁর মরিচ।
মরিচের পুত্র কশ্যপ নাম হিরে
সূর্য্য তাহার পুত্র বিদিত সংসারে।

সূর্যের বেটা হইল মনু নাম ধীরে
সুষেণ তাহার বেটা বিদিত সংসারে।
পুরুন্ন তাহার বেটা অতি বলবান
তার পুত্র হৈল জীবন্যাস নাম।
জীবন্যাস হইল রাজা অযোধ্যা নগরে
বিভা করিতে গেল কন্দক রাজার ঘরে।
কন্দক রাজার কন্যা নাম কালনিমি
তাহা বিভা কৈল জীবন্যাস নৃপমনি।
বিভা করি থুইয়া গেলেন নিজ ঘরে
লজ্জা দুচাইয়া কন্যা বলে বাপের তরে।
এমন পুরুষে বিভা দিলা সম্ভাষ না করে
এত শুনে কন্দক রাজা শাপিল নরবরে।
তপস্যা করিয়া ঘরে আইল রাজন
ব্রাহ্মন দেখিয়া রাজা করিল প্রনাম।
আশিষ করহ আমার হওক নন্দন
স্ত্রীর সহিত তোমার নাহি দরশন।
কেমনে বলিব ইহা হওক নন্দন
এই যক্তি করিল সকল ব্রাহ্মন।

যজ্ঞ করিল তবে সকল ব্রাহ্মণ
পুত্র হইবে জনক কবন পুংসবন।
এই জল রাণীকে করাবে ভক্ষন
হইবে তোমার পুত্র অতি বিলক্ষন।
জল নিয়া থুইল রাজা আপনার ঘরে
শয়ন করিল রাজা খাটের উপরে।
যখন রাত্রি হইল দ্বিতীয় প্রহর
জল আন বলি রাজা হইল কাতর।
তৃষ্ণায় পীড়িত রাজা হইল আকুলে
পুংসবন জল ছিল মুখে নিয়া ঢালে।
প্রাতঃকালেতে হইল সূর্য্যের কিরন
জল আন বলি ডাকে যতেক ব্রাহ্মণ।
রাজা বলে গোঁসাঞি করি নিবেদন
রাত্রি কালে জল আমি করেছি ভক্ষন।
এ কথা শুনিয়া বলে মুনি মহামতি
রাত্রি কালে জল খাইলে হবে গর্ব্ভবতী।
শশুরের শাপ তার ব্যর্থ নহিল
জীবন্যাস মহারাজা গর্ব্ভবতী হইল।

দশ মাস গর্ব্ভ তার হইল সুস্থির
পেট চিরিয়া ছাওয়াল হইল বাহির ।
প্রাণ ছাড়িল রাজা করিয়া ব্যগ্রতা
ব্রহ্মা আসিয়া নাম থুইল মানধাতা ।
অযোধ্যা নগরে রাজা হইল মানধাতা
এক দ্বীপে কর্ত্তা নহে সপ্ত দ্বীপে কর্ত্তা ।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুঠাম
আদি কাণ্ড গাইল মানধাতার উপাখ্যান ।

মানধাতার পুত্র হইল নাম মুচকুন্দ
রণ পাইলে তাহার হৃদয়ে আনন্দ ।
তাহার পুত্র হইল পৃথু নৃপবরে
ছয় সাগর হইল রথের চাকার ভরে ।
তাহার পুত্র হইল ইক্ষ্ক নরপতি
বশিষ্ঠে নারদে কৈল রথের সারথি ।

সত্যাবর্ত্ত নামে তার হইল কোঙর
আর্য্যাবর্ত্ত নামে পুত্র বিদিত সংসার।
তাহার পুত্র হইল ভরত বলবান
যাহা হইতে হইল ভারত পুরান।
স্বুতর নামে তাহার হইল কোঙর
যাগুা নামে তার পুত্র অযোধ্যা নগর।
যাগুার বেটা সেই দণ্ড নাম বীরে
প্রজা লোকের ঝি বহু বলাৎকার করে।
সকল প্রজা করিল রাজাকে গোহারি
তোমার পুত্রের তরে ছাড়ি অযোধ্যা নগরী।
এ কথা শুনিয়া তবে যাগুা রাজন
পুত্রের বিবাহ রাজা দিল ততক্ষন।
তবে দণ্ড পুত্রে রাজা পাঠাইল বন
বনে প্রবেশ করে দণ্ড যে রাজন।
বনমধ্যেতে গিয়া দণ্ড নৃপবরে
দণ্ড অরন্য বলি বসাইল নগরে।
তাহাতে বৈসে তবে শুক্র মুনিবরে
নিত্যং দণ্ড রাজা যায় পড়িবারে।

এক দিন শুক্র গেল তপস্যা করিবারে
হেন কালে রাজা গেল পড়িবার তরে।
অব্জা গিয়াছিল পুষ্প আহরনে
অব্জাকে বলে মোরে দেহ আলিঙ্গনে।
অব্জা বলে আমি কহি তোমার ঠাঁই
বাপুর ঠাঁই পড় তুমি সম্বন্ধে হও ভাই।
বিভা করিবারে তোমার যদি থাকে মন
বাপুর ঠাঁই তুমি তবে করহ নিবেদন।
রাজা বলে ও কথায় প্রতীত নহে মন
পাছে বিভা করিহ আগে দেহ আলিঙ্গন।
গুরুর কন্যা বেটা না করিল বিচার
পুষ্পবাড়িতে তারে করে বলাৎকার।
প্রথম যুবক রাজা যুবতী দরশন
নখাঘাতে রক্তপাত হৈল ততক্ষন।
তপস্যা করিয়া মুনি শুক্র আইল ঘরে
পিতা দেখিয়া তখন দিল আসন জলে।
দিনান্তরের ভোকে মুনির পোড়ে কলেবরে
কন্যা দেখিয়া মুনি কুপিল অন্তরে।

মুনি বলে অজ্জা কহি যে তব স্থান
সর্ব্বাঙ্গ দেখি তোমার শৃঙ্গারের লক্ষণ।
লজ্জা দুচাইয়া কন্যা কহে বাপের পাশে
তোমার পুত্র দণ্ড রাজা কৈল জাতি নাশে।
এ কথা শুনিয়াত কুপিল মুনিবরে
দণ্ডক বলিয়া মুনি ডাকে তসত্বরে।
পুতি কান্দে করিয়া দণ্ড আইসে পড়িবারে
দণ্ডে দেখিয়া মুনি কহিল তাহারে।
পড়িয়া শুনিয়া তোকে করিনু চেতনা
ভাল বুঝিয়া দিয়াছ আজি গুরুর দক্ষিণা।
এমত কুপুত্র যার বংশেতে জনম
নির্ব্বংশ হওক সেই দণ্ড রাজন।
কোপ দৃষ্টিতে চাহিল মুনি মহাঋষি
রাজ্য পুড়িয়া দণ্ড হৈল ভস্মরাশি
অযোধ্যাতে দণ্ড রাজা ছাড়িল জীবন
নির্ব্বংশ হইল সূর্য্যবংশের জনম।
অযোধ্যাতে হৈল রাজা বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ
পুত্র সমান করিয়া পালে প্রজাগণ।

মুনি বলে জপ তপ সব নষ্ট হৈল
মিচা রাজ্য করিয়া যে জন্ম গোঁডাইল।
ধ্যান করিয়া জানিল বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ
অম্বুার হইবেক ওত্তম নন্দন।
যে কালে অম্বুা ছিল ঋতুম্বরে
সেই কালে দণ্ড করিল বলাৎকারে।
অম্বাকে পাঠাইয়া দেহ অযোধ্যা নগরে
অযোধ্যাতে রাজা হৈবে অম্বার কোঙরে।
ধ্যানেতে জানিল তবে শুক্র মহামতি
অযোধ্যা পাঠাইয়া দেহ রাজা হৈবে নাতি।
অম্বাকে লৈয়া যাও অযোধ্যা নগরে
হরিত নামে হইল অম্বার কোঙরে।
হরণে হৈল তার নাম হরিত
মুনি তারে করিল সমগ্র আশিষ।
দিনে২ বাড়ে হরিত নৃপবরে
ছয় মাসের মধ্যে অন্ন দিল মুনিবরে।
এক বৎসর হৈল রাজার কোঙর
বসাইল নিয়া সিংহাসনের ওপর।

হরিত বলে মাতা করি নিবেদন
অল্প কালে বিধবা হৈলে কিসের কারণ।
এই কথা শুনিয়া রাণী কহিছে নিশ্চয়
তোমার বাপের সঙ্গে আমার বিভা নাহি হয়।
তোমার বাপ আমারে করিল বলাৎকার
আমার বাপ তোমার বাপে করিল সংহার।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুঠাম
আদি কাণ্ড গাইল দণ্ডক উপাখ্যান।

হরিতের বেটা হরিবীজ নাম ধরে
হরিবীজ রাজা হৈল অযোধ্যা নগরে।
হরিবীজ রাজ্য করে হরিয়া পরবধূ
তাহার পুত্র হৈল হরিশ্চন্দ্র বিধু।
হরিশ্চন্দ্র পুত্রেরে দিয়া সবর্ব দেশ
স্বর্গ গঙ্গাতে রাজা করিল প্রবেশ।
বাপ অবিদ্যমানে হরিশ্চন্দ্র রাজা
পুত্রের সমান পালে লোক জন প্রজা।

সোমদত্ত রাজার কন্যা সত্যা নাম ধীরে
তাহা বিভা কৈল হরিশ্চন্দ্র নৃপবরে।
বিভা করিয়া রাজা অন্তরে উল্লাস
পুত্র হইল নাম থুইল রুহিদাস।
সুখে রাজ্য করেন হরিশ্চন্দ্র রাজন
স্বর্গ লইয়া কিছু শুনহ বচন।
এক দিন সভা করিয়া বসিল সুরপতি
পঞ্চ কন্যা নৃত্য করে প্রথম যুবতী।
নাচিতে২ তার বাড়ী গেল রঙ্গ
এক বার পঞ্চ কন্যার হইল তাল ভঙ্গ।
তাহা দেখিয়া ক্রোধ করিল পুরন্দরে
ক্রোধ করিয়া শাপ দিল কন্যার তরে।
যৌবন অহঙ্কারে তোদের হয়েছে এমন
বিশ্বামিত্রের তপোবনে থাকগা বন্ধন।
চরণে ধরিয়া কন্যা করিছে ক্রন্দন
কত কালে হবে বল শাপ বিমোচন।
বন্দী হইলে বিশ্বামিত্রের তপোবনে
মুক্ত হইবে হরিশ্চন্দ্র দরশনে।

নিত্য কুমারী আসি পুষ্প করে আহরণ
ডাল ভাঙ্গে ফুল তোলে আপনার মন।
আজি শিষ্য নিয়া মুনি বনের ভ্রমণে
ডাল ভাঙ্গা গাছ সব দেখিয়ে গেল মনে।
এমন করিয়ে ডাল ভাঙ্গে যেই জন
কালি আইলে লাগিবে লতার বন্ধন।
এত বলি শাপ তারে দিল মুনিবরে
প্রাতঃকালে আইল পুষ্প আহরণ তরে।
যেই কালে কন্যা আসি ডালে ভর দিল
লতার বন্ধন তেমতি হাতেতে লাগিল।
প্রাতঃকালে আইল মুনি বনের ভ্রমণে
কন্যা দেখিয়ে বড় তুষ্ট হইল মনে।
ডাল ভাঙ্গিয়ে ফুল তুলিস কি কারণ
সভা করি বসিয়াছেন হরিশ্চন্দ্র রাজন।
মৃগয়া করিতে রাজা করিল গমন
মৃগ না পাইয়া রাজা দুঃখিত হইল মন।
মনস্তাপ হইয়ে রাজা বসিল তরুতলে
হরিশ্চন্দ্র বলিয়া কন্যা ডাকে উচ্চস্বরে।

ক্রন্দন শুনিয়ে রাজা গেল তপোবনে
চোবামাত্র মুক্ত হয়ে গেল পঞ্চ জনে।
আশ্চর্য্য দেখিয়ে হরিশ্চন্দ্র রাজন
সভা সহিত রাজা করিল গমন।
প্রাতঃকালে আইলেন গাধির নন্দন
কন্যা না দেখিয়ে দুঃখিত হইল মন।
আমি যে বান্ধিনু ছাড়াইল কোন জন
রাজ্য নাশ হৈল তার সংশয় জীবন।
ধ্যান করিয়া জানিল গাধির নন্দন
হরিশ্চন্দ্র ছাড়াইয়ে দিল কন্যাগন।
ক্রোধ করিয়া মুনি চলিল সত্বর
ওতরিল গিয়া মুনি রাজা বরাবর।
মুনি দেখিয়া রাজা কৈল অভ্যর্থন
আইস২ বলিয়া দিল বসিতে আসন।
সফল গৃহস্থ মোর সফল জীবন
মোর ঘরে আইলা মুনি গাধির নন্দন।
জ্বলন্ত আগুনি যেন কুপিত তপোধন
আমি যে কন্যা বান্ধিনু ছাড়ালে কি কারন।

আমার নাম করি কন্যা করিছে ক্রন্দন
মিথ্যা বলিতে নারী গোসাঞি মরেছি চাতুন।
দান পুন্য করি গোসাঞি তুমিয়ে মুক্তজন
আমাকে এত দোষি কেন কর তপোধন।
এ কথা শুনিয়ে কহে গাধির কুমারে
দান পুন্য কর তুমি অহঙ্কার অন্তরে।
কেমন দান করিল বেটা দেখি মোর মন
আমারে কিছু দান দেহত রাজন।
রাজা বলে সফল গৃহস্থ সফল জীবন
মোর দান লবে প্রভু গাধির নন্দন।
যাহা চাহ তাহা দিব না করিব আন
নানা দানেতে গোসাঞি করিব সম্মান।
মুনি বলে দান দেহ হরিশ্চন্দ্র রাজন
আগে করহ তুমি সত্য নিবর্বন্ধন।
রাজা বলে সত্য সত্য না করিব আন
এ সত্য লঙ্ঘিলে না পাই ভগবান।
সত্য করিল রাজা না বুঝিয়ে ছন্দ
মৃগ বন্দি হৈল যেন না বুঝিয়া ফান্দ।

মুনি বলে দেখহ সকল দেবগণ
রাজন করিবেন মোর সত্য পালন।
মুনি বলে দান দেহ যে ইচ্ছা অন্তরে
পৃথিবী রাজন দান দেহত আমারে।
পৃথিবী দান রাজা করে পরিপাটি
হাতে করি আনিল তিন ঢেলা মাটি।
পৃথিবী দান করিল হরিশ্চন্দ্র রাজন
স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া নিল গাধির নন্দন।
পৃথিবী দান রাজা পাইনু এক্ষন
দানের দক্ষিনা রাজা দেহত কাঞ্চন।
রাজা বলে দক্ষিণা দিব না করিও ঘৃনা
দানের দক্ষিনা দিব সাত কোটি সোনা।
মুনি বলে বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন
শীঘ্রগতি আনিয়া দেহ সাত কোটি কাঞ্চন।
রাজা বলেন ভাণ্ডারী বলি তোর তরে
শীঘ্রগতি আনি দান দেহত আমারে।
দৃঢ় করি বলে মুনি গাধির কোঙর
কিসের অধিকার তোর ভাণ্ডারী উপর।

পৃথিবী দান দিলে সকল আমারে
ভাণ্ডারী কাহার ধন দিবেক তোমারে।
এ কথা শুনিয়া রাজা ছাড়িল নিশ্বাস
আপনা আপনি বুঝি করিনু সর্ব্বনাশ।
দান পুন্য করিস বেটা অহঙ্কার অন্তরে
পৃথিবী ছাড়িয়া বেটা যাহ অন্যান্তরে।
পাত্র মিত্র লৈয়া সাধিছে মহামুনি
হরিশ্চন্দ্রকে দেহ পটি এক খানি।
শূচাগ্রেতে যত ওঠে বসুমতী
উহাকে না দেয় বিশ্বামিত্র মহামতি।
পাত্র মিত্র বলে শুন গাধির কোঙরে
কোথায় বসিবে হরিশ্চন্দ্র নৃপবরে।
এত শুনি ক্রোধ করি যায় মহাঋষি
পৃথিবী শূন্য রাজা আছে বারানশী।
সব্য নারী লৈল পুত্র রুহিদাস
তিন জন থাকিতে চলে বারানশীবাস।
মুনি বলে শুন রাজা আমার বচন
আমাকে দিয়া যাহ সাত কোটি কাঞ্চন।

রাজা বলে গোঁসাঞি না করিবে ঘৃণা
সাত দিন বই দিব সাত কোটি সোনা।
সাত দিন পথে রাজা বাহিয়া গেল
হেন কালে গিয়া মুনি পথ আগুলিল।
আমার কথা শুনহ হরিশ্চন্দ্র রাজন
আগে দেহ আমার সাত কোটি কাঞ্চন।
সব্যার সহিত রাজা যুক্তি করিল
কি দিয়া মুনির আমি কাঞ্চন সুধিব।
সব্যা বলেন প্রভু বলি তোমার তরে
আমাকে বেচ নিয়া এই হাটের ভিতরে।
স্ত্রী লইয়া চলে রাজা হাটের ভিতরে
দাসী কেন বলি রাজা ডাকে উচ্চস্বরে।
এক ব্রাহ্মন ছিল সাধুবৃত্তি করে
একটি দাসীর কর্ম আছয়ে আমারে।
ব্রাহ্মন বলেন তাহে পুরুষরতন
দাসীর মুল্য নিবে কতেক কাঞ্চন।

রাজা বলে নাহি জানি মিথ্যা বচন
দাসীর মুল্য গোঁসাঞি চারি কোটি কাঞ্চন।
এ কথা শুনিয়া বিপ্র দিব বাক্য বৈল
চারি কোটি কাঞ্চন দিয়া দাসীরে কিনিল।
দাসী নিয়া ব্রাহ্মন যায় আপনার বাস
মায়ের কাপড় ধরি কান্দে রুহিদাস।
অঞ্চলে ধরিয়া পুত্র যায় গড়াগড়ি
চাড়ং বলিয়া বিপ্র দেখাইল বাড়ি।
সব্যা বলেন গোঁসাঞি করি নিবেদন
কিনি কড়িতে কিনিয়া লহ আমার নন্দন।
এ কথা শুনিয়া বিপ্র হইল বাতুল
তোমা দোঁহার তরে কোথা পাইব তণ্ডুল।
সব্যা বলে যে অন্ন দিবে আমার তরে
সেই অন্ন ভক্ষন করাইব কোঙরে।
ক্রোধ করিয়া বিপ্র বলেন বাতুল
দিন প্রতি পাইবে এক সের তণ্ডুল।
দাসী কিনি ব্রাহ্মন যায় আপনার স্থানে
সুবর্ন লইয়া গেল মুনির বিদ্যমানে।

অল্প দেখিয়া তবে জানিল তপোধন
অল্প জ্ঞান করিস হরিশ্চন্দ্র রাজন।
সাত কোটি লইব ঘাটি নহে সাত রতি
পায় না ঠেলিহ বিশ্বামিত্র মহামতি।
এ কথা শুনিয়া মহাপ্রমাদ ভাবিল
মাতায় হাত দিয়া রাজা হাটে চলি গেল।
হাটখানি বৈসে বারানশীতীরে।
তৃন বান্ধিয়া সাম্ভাইল হাটের ভিতরে।
নফর কিনিবে বলি ডাকে উচ্চস্বরে
কাল নামে হাড়ি ছিল ধর্ম্ম অবতারে।
সে বলে নফরকর্ম্ম আছেত আমারে
একটি নফর চাহি শুকর রাখিবারে।
এ কথা শুনিয়া রাজা বলিছে বচন
আমি যে কহি তাহা করিবে পালন।
কালু বলে শুন অহে পুরুষরতন
তোমার মুল্য লবে কত্তেক কাঞ্চন।
রাজা বলে নাহি জানি মিথ্যা বচন
আপন মুল্য নিব তিন কোটি কাঞ্চন।

এ কথা শুনিয়া হাড়ি বিলম্ব না কৈল
তিন কোটি কাঞ্চন দিয়া নফর কিনিল।
সাত কোটি সোনা নিয়া দিল মুনিবরে
ধন পাইয়া মুনি চলিল অযোধ্যা নগরে।
কালু বলে শুন অহে পুরুষরতন
কি নাম তোমার কহ কাহার নন্দন।
কহিতে লাগিল রাজা করিয়া প্রবন্ধ
বাপ মায়ে নাম থুইল হরিশ্চন্দ্র।
হরিশ্চন্দ্র নাম তোমার কত বলিব বীরা
কখন বলিব হরি কখন বলিব হরা।
নফর লইয়া কালু যায় আপন বাস
হরিশ্চন্দ্র ঘুচাইয়া হৈল হরিদাস।
কালু বলে হরিদাস বলি তোর তরে
শূকর গুলি রাখিবে বারানশীতীরে।
হরিদাস বলেন করি নিবেদন
সভে না বলিবে মোরে করিতে ভোজন।
বারানশীর তীরে যখন মরা দাহ করি
মরা পাছু লইবে পঞ্চাশ কাহন কড়ি।

কর্ম্ম সুশিয়া হাড়ি গেল নিজ ঘরে
ডাক দিয়া আনিল রাজা সকল শুকরে।
বলিতে লাগিল হরিশ্চন্দ্র রাজন
এক কথা শুকর সব করিবে পালন।
দান পুন্য করিনু দক্ষিন হস্তখানে
তোমাদের মল মূত্র মুছিব কেমনে।
এক সত্য পালিবে সকল শুকরে
লাগি গুবির্ব করিবে যে এক দৌড় অন্তরে।
হরিশ্চন্দ্র বাক্য পালিল সকল শুকরে
লাগি গুবির্ব করিব এক দৌড় অন্তরে।
উচ্চ করিয়া চুল রাজা বান্ধে ঝুটি চুলি
বারানশীর তীরে রাজা করে দৌড়াদৌড়ি
রাজচিহ্ন রাজার সকল দূরে গেল
পাটানর বেশ রাজা তখন ধরিল।
সব্যা রহিল হোথা ব্রাহ্মনের ঘরে
এক সের তণ্ডুল দেয় সব্যা নারীর তরে।
তিন পোয়া কহিদাস খান তিন বারে
এক পোয়া খান সব্যা ব্রাহ্মনের ঘরে।

ব্রাহ্মণ বলে শুন সব্যা আমার বচন
তোমার ভাগ খাইয়া ফেলে তোমার নন্দন।
কালি হইতে আমি করিব দেবার্চ্চন
তোমার পুত্র পাঠাব পুষ্পের করিতে আহরণ।
পুষ্প আহরণে থাকুক তোমার কোঙরে
আর কিছু বাড়াইয়া দিবত তণ্ডুলে।
সব্যা বলে যে আজ্ঞা করিবে যখন
সেই আজ্ঞা পালিবে আমার নন্দন।
সুবর্ণ সাজি লইল সুবর্ণ আকড়ি
পুষ্প তুলিতে বিশ্বামিত্রের তপোবনে নড়ি।
ডাল ভাঙ্গে ফুল তোলে আপনার মনে
এক দিন আইল মুনি বনভ্রমণে।
ডাল ভাঙ্গা দেখিয়া মুনি কুপিত মনে
এমন কুকর্ম্ম আসি করে কোন জনে।
ধ্যান করি জানিল মুনি গাধির কোঙরে
পুষ্প তুলিতে আইসে হরিশ্চন্দ্রের কোঙরে।
ব্রাহ্মণের ঘরে থাকা হাড়ির ঘরে বাস
কালি যদি আইসে তার বুকে খাবে সাপ।

এত বলি শাপ দিল মুনি তপোধন
রাত্রি কালে হোথা সখী দেখেছে স্বপন।
প্রাতঃকালে হৈল যখন সূর্য্যের কিরণ
পুষ্প তুলিতে যায় রাজার নন্দন।
পুষ্প তুলিতে চলে রাজার কোঙরে
হেন কালে সখী তার ধরিল গিয়া চুলে।
পুষ্প তুলিতে না যাইহ মুনির তপোবনে
সাপে খাইবে প্রাণ আমার নন্দনে।
কহিদাস বলে মাতা কেমনে থাকিব ঘরে
দুর্ম্মুখা ব্রাহ্মণ অন্ন না দেবে তোমারে।
ভাজন পুত্র হৈলে করে মা বাপের ভজন
তোমার অন্ন খাইয়া থাকিব সর্ব্বক্ষণ।
নাহি রাখিল শিশু মায়ের বচন
পুষ্প তুলিতে যায় রাজার নন্দন।
ইহা বলি সান্ধাইল মুনির তপোবনে
নানা জাতি পুষ্প তোলে রাজার নন্দনে।
জাতি যুথি দুমুটি তুলিল রঙ্গিন
পারিজাত তুলিয়া তুলসে পাবন।

হাকুম নাড়দ্যা বেনা তুলিছে হিজল
গোলাপ আকন্দ তোলে সকাল টগর।
অবশেষে শ্রীফলে আঁকড়ি ভেজাইল
ডালেতে আছিল সাপ বুকেতে যাইল।
সর্বাঙ্গে শিশুর বেড়িল বিষের জ্বালে
ভূমেতে পড়িল শিশু মুখে ভাঙ্গে লালে।
আকাশে বেলা হৈল দ্বিতীয় পহর
তবু সে রাজার পুত্র না আইল ঘর।
উট বৈদ্য করি তবে কহিছে ব্রাহ্মণ
এখন না আইল কেমন করিব দেবার্চ্চন।
সখ্যা বলে গোসাঞি করি নিবেদন
দেখিয়ে আমি গিয়া কোথা আছয়ে নন্দন।
পুত্র দেখিতে সখ্যা করিল গমন
মুনির তপোবনে আসি দিল দরশন।
তপোবনে চাহিয়া বেড়ায় ছাওয়ালেরে
বৃক্ষের আড়ে পড়িয়াছে রাজার কুমারে।
পুত্র দেখিয়া সখ্যা পড়িল আথান্তরে
পড়িল কলার গাছ ভাঙ্গিল ডালে মূলে।

পুত্র কোলে করে সব্যা করিছে ক্রন্দন
কোথা মরি গেল পুত্র কহিত নন্দন।
কোথা গেলে ও হে প্রভু হরিশ্চন্দ্র রাজন
আসিয়া দেখহ তোমার মরিল নন্দন।
ধর্ম্ম করিতে দুঃখ দিল নারায়ন
আগুনতে পুড়িয়া আজি ত্যজিব জীবন।
পুত্র কোলে করি সব্যা করিছে গমন
এখন কেহ নাহি যে দেয় প্রবোধ বচন।
পুত্র কোলে করি সব্যা করিছে ক্রন্দন
পলাইয়া গেল বলি বলিছে ব্রাহ্মন।
পুত্র কোলে করি সব্যা ছাড়িল নিশ্বাস
পুত্র কোলে করি গেল ব্রাহ্মনের পাশ।
নিবেদন করি শুন সকল ব্রাহ্মন
সাপে খাইল প্রান ছাড়িল নন্দন।
মরা কোলে করি কেন করিছ ক্রন্দন
মরিলে জন্ম আছে জন্মিলে মরন।
মরা লইয়ে যাহ তুমি বারানশীতীরে
কাষ্ঠচিতা করি অগ্নি জ্বালহ ধিরে২।

মরা লৈয়া গেল সব্যা বারানশীতীরে
সব্যা লইয়া গেল ব্রাহ্মন থাকে ঘরে।
মরা লৈয়া গেল সব্যা বারানশীবাস
হাতেতে মুদ্গর করি আইসে হরিদাস।
হরিদাস বলে আমি মরা দাহন করি
মরাপাছু দিবে মোরে পঞ্চাশ কাহন কড়ি।
হরিদাস বলে তোমায় কহিলাম নিশ্চয়
তোমারে সে বলি ঘাটি আন নাহি হয়।
অন্য ঘাটেতে লৈয়া পোড়াহ কুমার
বিধাতা করিল মোরে হাড়ির নফর।
সব্যা বলেন গোঁসাঞি বলিতে ভয় বাসি
বিধাতা করিল মোরে ব্রাহ্মনের দাসী।
সব্যা বলে আজ্ঞা কর ঘাটের পাটনি
চিরিয়া দিব আমি বস্ত্র অর্দ্ধখানি।
এতেক শুনিয়া তবে সব্যার বচন
হাতেতে মুদ্গর লৈয়া আইসে রাজন।
পুত্র লইয়া সব্যা পড়িল আথান্তরে
হরিশ্চন্দ্র বলিয়া সব্যা কাঁদে উচ্চস্বরে।

কোথাকারে প্রভু হরিশ্চন্দ্র রাজন
আসিয়া দেখহ তোমার মরিল নন্দন।
হরিশ্চন্দ্র বলিয়া সব্যা কান্দে বিদ্যমান
তৎক্ষণাতে রাজার হৈল তবে জ্ঞান।
হরিশ্চন্দ্র বলিয়া রাণী করিছে ক্রন্দন
আমাকেত বলিলা হরিশ্চন্দ্র রাজন।
সব্যা বলে হরি২ এই ছিল কপালে
আমার কপে পাটনি পড়িল ভূমিতলে।
কোথায় অযোধ্যায় ছিলাম রাজার রমণী
এক্ষন পরিহাস করে ঘাটের পাটনি।
হরিদাস বলে প্রিয়ে বলি তোমার ঠাই
সকলি পাসরিলে কিছুই মনে নাই।
সোমদত্ত রাজার কন্যা সব্যা তোমার নাম
তোমারে বিভা করিলাম অতি অনুপম।
রুহিদাস নামে তোমার হইল নন্দন
আমার রাজ্য নিল বিশ্বামিত্র তপোধন।
এ কথা শুনিয়া রাণী চাহিতে লাগিল
কপালে নিশানা ছিল তখনি চিনিল।

তখনি পুত্র কোলে করি করিছে ক্রন্দন
কোথা এড়িয়া গেলে বাপু কহিত নন্দন।
ধর্ম্ম করিতে দুঃখ দিল নারায়ণ
অগ্নিতে পুড়িয়া আজি ছাড়িব জীবন।
চন্দন কাষ্ঠেতে তখন জ্বালাইয়া চিতা
মধ্যে রাখিল পুত্র পাশে পিতা মাতা।
যেই মাত্রেতে অগ্নি দিবেন চিতাতে
হেন কালে ধর্ম্মরাজ ধরিলেন হাতে।
অগ্নিতে পুড়িয়া কেন ত্যজিবে জীবন
আমরা জীয়াইয়া দিব তোমার নন্দন।
পদ্ম হস্ত বুলাইল বালকের গায়
বিষজ্বালা দূরে গেল চক্ষু মেলি চায়।
হেন কালে কালু আসি বলে রাজার ঠাঁই
তোমায় আমায় সুবর্ণের দায় নাই।
ব্রাহ্মণ আসিয়া তথা বলে রাজার স্থানে
তোমাতে আমাতে দায় ঘুচিল কাঞ্চনে।
রাজা বলেন গোঁসাঞি করি নিবেদন
ব্রাহ্মণ দ্রব্য বল নিব কি কারণ।

রানীর হাতেতে সোনার কঙ্কন ছিল
তাহা দিয়া রাজা তার দায় ঘুচাইল।
মুনি বলে জপ তপ সকল নষ্ট হৈল
মিথ্যা রাজ্য করিয়া জন্ম গোঙাইল।
যেথানে আছেন হরিশ্চন্দ্র রাজন
সেইখানে মুনি আসি দিল দরশন।
মুনি বলে শুনহ হরিশ্চন্দ্র রাজন
আপনার রাজ্যে তুমি করহ গমন।
রাজা বলেন গোঁসাঞি করি নিবেদন
কেমনে রাজ্য করিলে কহ তপোধন।
স্ত্রী পুত্র লইয়া রাজা করিল গমন
আপনার রাজাতে আইল রাজন।
অযোধ্যাতে রাজা আসি দিল দরশন
রাজসুয়ী যজ্ঞ রাজা করিল তখন।
পুত্রে রাজা করিল রুহিদাস নন্দন
রাজসুয়ী যজ্ঞ রাজা করিল আরম্ভন।

স্বকায় সহিত চলে বৈকুণ্ঠ ভুবনে
কুক্কুর বিড়াল আদি যে ছিল সস্তানে।
অন্তরে দুঃখিত হৈল দেব গদাধিরে
ডাকিয়া আনিলেন নারদ মুনিবরে।
স্বর্গ নষ্ট করহ হরিশ্চন্দ্র নৃপবরে
এ কথা শুনিয়া নারদ চলিল সত্বরে।
বীণা বাজাইয়া যায় নারদ তপোধিন
রথ লইয়া স্বর্গ রাজা করিছে গমন।
মুনি প্রনমিয়া রাজা স্বর্গ যাই বলে
মুনি বলে যাহ রাজা কোন পুন্যফলে।
সুবুদ্ধি রাজাকে তবে কুবুদ্ধি পাইল
আপনার পুন্য সব কহিতে লাগিল।
ওষ্ঠ স্থানেতে দিয়াছি দিঘী আর পুকুরী
লম্বিত জাঙ্গাল দিনু বৃক্ষ সারিসারি।
আমার রাজ্য নিল বিশ্বামিত্র তপোধিন
আপনা বেচিয়া আমি সুধিলাম কাঞ্চন।
পুন্যকথা যেই রাজা কহিতে লাগিল
কহিতে২ রথ নামিয়া পড়িল।

রথ নামিল রাজার দুঃখ হৈল মন
ভাল মন্দ না বলে রাজা হইল মৌন।
স্বর্গে থাকিয়া যুক্তি করে দেবগন
হরিশ্চন্দ্রের কটক কি করিবে ভক্ষন।
বিনা ব্যয়েতে শস্য রাখিবে যেই জন
হরিশ্চন্দ্রের কটকে তাহা করিবে ভক্ষন।
ক্ষেতে হৈতে শস্য সব আনিয়া ফেলায়
হরিশ্চন্দ্রের কটকে সেই শস্য খায়।
নূতন বস্ত্র রাখয়ে করিয়া যতন
হরিশ্চন্দ্রের কটক পরে সেই বসন।
এই নিয়ম করিল সকল দেবগন
অর্দ্ধ পথে রহিল হরিশ্চন্দ্র রাজন।
স্বর্গ নাহি গেল রাজা মর্ত্ত্য না পাইল
হরিশ্চন্দ্র মহারাজা মধ্য পথে রহিল।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষন
হরিশ্চন্দ্র রাজার কথা কিছু কহি বিবরন।
আদ্য কাণ্ড গাইল কহিদাস রাজা
পুত্রসমান পালে লোক জন প্রজা।

রুহিদাসের বেটা সগর নাম ধরে
সগর রাজা হইল অযোধ্যা নগরে।
মন দিয়া শুন সগরের উপাখ্যান
যে কথা শুনিলে হয় পাপ বিমোচন।
অপুত্রক রাজা রাজ্য করিতে বড় দুঃখ
প্রাতে না দেখে লোক অপুত্রের মুখ।
মনের দুঃখেতে সগর করিল গমন
অনেক কাল কৈল শিবের আরাধন।
তুষ্ট হইয়া বলেন ভোলা মহেশ্বরে
বর মাগিয়া লহ রাজা যে সাধ অন্তরে।
সগর বলে অপুত্রক মনে বড় দুঃখ
বর দেহ দেখি আমি অনেক পুত্রমুখ।
হাসিয়ে বর দিলেন ভোলা মহেশ্বরে
ষাটি হাজার পুত্র হবে তোমার ঘরে।
বর পাইয়া ঘরে আইলেন সগর নৃপতি
শিবের বরে দুই নারী হৈল গর্ব্ভবতী।
কেশিনী সুমতি তার দুই স্ত্রীর নাম
দিনে২ গর্ব্ভ সব বাড়ে অনুপম।

দশ মাস গর্ব্ভ হৈল প্রসবসময়
কেশিনী প্রসব হৈল সুন্দর তনয়।
পুত্র দেখিল যেন অভিনবকাম
অশ্বমঞ্জা বলিয়া তাহার থুইল নাম।
সুমতির হয়ে গেল গর্ব্ভবেদন
চর্ম্মের এক লাও প্রসবে তখন।
লাও দেখিয়ে সগর কুপিল অন্তরে
ভাণ্ডি বলিয়ে গালি দিলেক শিবেরে।
কোপে লাও ভাঙ্গিয়া করিল খানং
ষাটি হাজার পুত্র হইল তিলপ্রমান।
ঙখিমিখি করে সব দেখিতে রূপস
ষাট্টি হাজার আনে রাজা দুগ্ধের কলস।
দুগ্ধ খাইতেং মনুষ্যরূপ ধরে
ষাটি হাজার পুত্রে সগর হাকারে।
ষাট্টি হাজার পুত্রে শাপ দিলেন বিষাই
অল্প কালে মরিবে তোরা নহিবি চিরায়।
দিনেং বাড়ে সেই সগরনন্দন
ছয় মাসের তারা হইল যখন।

রুহিদাসের বেটা সগর নাম ধরে
সগর রাজা হইল অযোধ্যা নগরে।
মন দিয়া শুন সগরের উপাখ্যান
যে কথা শুনিলে হয় পাপ বিমোচন।
অপুত্রক রাজা রাজ্য করিতে বড় দুঃখ
প্রাতে না দেখে লোক অপুত্রের মুখ।
মনের দুঃখেতে সগর করিল গমন
অনেক কাল কৈল শিবের আরাধন।
তুষ্ট হইয়া বলেন ভোলা মহেশ্বরে
বর মাগিয়া লহ রাজা যে সাধ অন্তরে।
সগর বলে অপুত্রক মনে বড় দুঃখ
বর দেহ দেখি আমি অনেক পুত্রমুখ।
হাসিয়ে বর দিলেন ভোলা মহেশ্বরে
ষাটি হাজার পুত্র হবে তোমার ঘরে।
বর পাইয়া ঘরে আইলেন সগর নৃপতি
শিবের বরে দুই নারী হৈল গর্ব্ভবতী।
কেশিনী সুমতি তার দুই স্ত্রীর নাম
দিনেং গর্ব্ভ সব বাড়ে অনুপম।

দশ মাস গর্ব্ভ হৈল প্রসবসময়
কেশিনী প্রসব হৈল সুন্দর তনয়।
পুত্র দেখিল যেন অভিনবকাম
অশ্বমঞ্জা বলিয়া তাহার থুইল নাম।
সুমতির হয়ে গেল গর্ব্ভবেদন
চর্ম্মের এক লাও প্রসবে তখন।
লাও দেখিয়ে সগর কুপিল অন্তরে
ভাণ্ডিত বলিয়ে গালি দিলেক শিবেরে।
কোপে লাও ভাঙ্গিয়া করিল খান২
ষাটি হাজার পুত্র হইল তিলপ্রমান।
গুঁঘিঘিঘি করে সব দেখিতে কপস
ষাটি হাজার আনে রাজা দুগ্ধের কলস।
দুগ্ধ খাইতে২ মনুষ্যাকার ধরে
ষাটি হাজার পুত্রে সগর হাকারে।
ষাটি হাজার পুত্রে শাপ দিলেন বিঘাই
অল্প কালে মরিবে তোরা নহিবি চিরায়ু।
দিনে২ বাড়ে সেই সগরনন্দন
ছয় মাসের তারা হইল যখন।

যখন সগর রাজা হাতের মারে তুড়ি
ষাটি হাজার কোলে আইসে দিয়ে হামাকুড়ি
যখন হইল তারা দ্বাদশ বৎসর
সকল পুত্রের বিভা দিলেন সগর।
ষাটি হাজারের ষাটি হাজার বহুয়ারী
সুখে রাজ্য করে রাজা অযোধ্যা নগরী।
জ্যেষ্ঠপুত্র অশ্বমঞ্জা ধর্ম্মপরায়ন
অংশুমান নামে তার হইল নন্দন।
ষাটি হাজার পুত্র তার এক হৈল নাতি
দেখিয়ে সগর রাজা পরম পিরিতি।
অশ্বমঞ্জা সদাই ভাবেন মনেমন
সংসার অসার সব সত্য নারায়ন।
অসার সংসারে কেন বদ্ধ হয়ে মরি
নিভৃতে বসিয়ে আমি ভজিব শ্রীহরি।
ভাবিল সংসারে আমি না থাকিব আর
অনুচিত কর্ম্ম সব করে দুরাচার।
যতেক ছাওয়ালে খেলা খেলায় নগরে
হাতে গলাতে বান্ধিয়ে ফেলে জলে।

যতেক নারীগণ জল ভরিবারে আসি
আচাড়িয়ে ভাঙ্গে সব জলের কলসি ।
অগ্নি দিয়ে পোড়ায় সব প্রজালোকের ঘর
কহিল সকল প্রজা রাজার গোচর ।
পুত্রের চরিত্র শুনি লাগিল তরাস
অশ্বমঞ্জার তরে রাজা দিল বনবাস।
বনে গিয়া অশ্বমঞ্জার হরসিত মন ।
সংসারের বন্ধন টালিল নারায়ন ।
অশ্বমঞ্জা পাঠাইয়ে বনের ভিতরে
ষাটি হাজার পুত্র লৈয়া সুখে রাজ্য করে ।
কীর্ত্তিবাসের মুখে তুষ্ট সরস্বতী
অমৃতসমান কৈল আদি কাণ্ড পুতি ।

এক দিন সগর ভাবিয়ে মনেমন
অশ্বমেধ করি যজ্ঞ অযোধ্যা ভুবন।
কত পুণ্য করিব রাজা স্বর্গের উপর
কত রাখিব নিয়ে পাতালভিতর ।

পৃথিবীর রাজা যত আমার নামে কাঁপে
আমার বংশ যেন তিন লোক ব্যাপে।
এতেক ভাবিয়ে যজ্ঞ কৈল আরম্ভন
ঘোড়া রাখিতে দিল যতেক নন্দন।
বাপের আগেতে তারা দাণ্ডাইয়া কই
এক ঘোড়ার পাছু যাটি হাজার ভাই।
পুত্রের বচন শুনি সগর বলে তায়
ঘোড়া আনিতে পার যখন যজ্ঞ হবে সায়।
ইন্দ্রের সহিত আমার হইল বিবাদ
এই যজ্ঞেতে কত পড়িবে প্রমাদ।
ঘোড়া রাখিতে যায় সগরনন্দন
শুনিয়া ইন্দ্রের বড় ভয় হৈল মন।
ইন্দ্র বলেন ব্রহ্মা কোন বুদ্ধি করি
ব্রহ্মা বলেন তুমি ঘোড়া কর চুরি।
দিনে দুই প্রহরে হইল অন্ধকার
ঘোড়া চুরি করি ইন্দ্র যায় পাতালভিতর
কপিল মুনি তপস্যা করেন যেখানে
ঘোড়া লয়ে রাখিল রাজা তাঁর বিদ্যমানে।

ধ্যান করিয়া মুনি যোগে বসিয়াছে
ঘোড়া বান্ধিয়া ইন্দ্র গেল তার পাছে।
অন্ধকার বৃষ্টি সব ঘুচিল যখন
ঘোড়া হারাইল বলে সগরনন্দন।
চাহিয়ে না পাইল পৃথিবীভিতরে
পৃথিবী খুজিয়া তারা চলিল পাতালে।
ষাট্টি হাজার ভাই কোদাল হাতে ধরে
চারি ক্রোশ একেক কোদাল আড়ে পরিসরে
ক্রোধ করিয়া যেই ধরে কোদালির মুষ্টে
এক চোটে ভেজায় নিয়ে কুর্ম্মের পৃষ্ঠে।
চারি দণ্ডে খুঁড়িলেক চারি সাগর
সাগর খুড়িয়া গেল পাতালভিতর।
পূর্ব্ব দক্ষিন দিগ তার মধ্যখানে
ঘোড়া বান্ধা দেখিল কপিলবিদ্যমানে।
ডাকাডাকি করিয়া ষাট্টি হাজার ভাই
ঘোড়া চোরের নাগালি পাইলাম এই ঠাঁই।
মুনির গায়েতে মারে কোদালির পাশি
ধ্যান ভঙ্গ হইয়া চাহে মহাঋষি।

ক্রোধ চক্ষেতে অগ্নি বাহিরায় রাশিং
ষাটি হাজার পুড়ে হইল ভস্মরাশি।
এক কালে ক্ষয় হৈল সগরনন্দন
আদি কাণ্ড গাইল কীৰ্ত্তিবাস বিচক্ষণ।

এক বৎসর হইল যজ্ঞ অবশেষ
ঘোড়া লইয়া পুত্র না আইল দেশ।
অশ্বমঞ্জার পুত্র নাম অংশুমান
পুত্রের করিতে তত্ত্ব তাহারে পাঠান।
বুড় বাপের আজ্ঞা পাইয়া চড়ি নিজ রথে
একে একে পৃথিবীতে লাগিল দেখিতে।
যে পথে প্রবেশ হয় দেখে যানং
সেই পথ দিয়া তবে পাতাল সান্ধান।
আগে দেখিল গিয়া পূর্ব্ব সাগর
নীল বর্ণে এক হস্তী দেখিতে সুন্দর।
পৃথিবী ধরিয়াছে দশন উপর
প্রণাম করিয়া তারে বলিছে সত্বর।

হস্তী বলে এই পথে যাহ অংশুমান
ঘোড়া চোরের কাছে হইও সাবধান।
পূর্ব্ব হইতে গেল উত্তর সাগর
শ্বেতবর্ণ এক হস্তী দেখিল সুন্দর।
তার তরে অংশুমান লাগিল সুধাতে
এ পথে দেখিয়াছ সগরপুত্র যাতে।
শুনিয়া তাহার কথা লাগিল কহিতে
পাইবেত ঘোড়া তবে যাহ এই পথে।
তথা যদি না পাইল ঘোড়ার দরশন
পশ্চিম সাগরে গিয়া দিল দরশন।
রক্তবর্ণ এক হস্তী দেখিল সুন্দর
পৃথিবী ধরিয়াছে দশন উপর।
সেই সব হস্তীর ভাই শুন কই কথা
ভূমিকম্প হয় যখন তারা নাড়ে মাথা।
পূর্ব্ব দক্ষিন দিগ তার মধ্যখানে
ঘোড়া বান্ধা দেখিল কপিলবিদ্যমানে।
দণ্ডবত হৈয়া তারে লাগিল সুধাতে
এ পথে দেখিয়াছ সগরপুত্র যাতে।

কহিতে লাগিল কপিল মহাঋষি
আমার কোপানলে পুড়ে হৈল ভস্মরাশি।
শুনিয়াত অংশুমান যুড়িল স্তবন
সেই বংশেতে গোসাঞি আমার জনম।
অশ্বমঞ্জার পুত্র আমি সগরের নাতি
তোমার মহিমা বলে কাহার শকতি।
অংশুমান বলে মুনি শুন মহামতি
কেমনে হইবে মোর বংশের মুকতি।
স্বর্গে আছে গঙ্গা আনিতে পার বসুমতী
তবে সে তোমার বংশের হইবে মুকতি।
জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন সগরের নাতি
কেমনে জন্মিল গঙ্গা কোথা অবস্থিতি।
কোথা গেলে পাইব গঙ্গার দরশন
কহ দেখি শুনি মুনি গঙ্গার জনম।
গঙ্গার জন্মের কথা করেন প্রকাশ
আদি কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

এক দিন গোলোকে বসিয়া নারায়ণ
পঞ্চ মুখেতে গান করেন ত্রিলোচন।
শিঙ্গায় বলে রাম২ ডম্বুরে বলে হরি
পঞ্চ মুখে পঞ্চ নাম গান ত্রিপুরারি ।
লক্ষ্মীর সহিত বসিছিল মহাশয়
শুনিয়া শিবের গান হৈল দ্রবময় ।
দ্রবরূপ আপনি হইল চক্রপানি
সেই গঙ্গা জন্মিলেন পতিতপাবনী।
সেই জল ব্রাহ্মা ভরেন কমণ্ডলে
তুলিয়া রাখিলেন ব্রাহ্মা ঘরের ভিতরে।
সেই গঙ্গা আনিতে যদি পার বসুমতী
তবে সে হইবে সগরবংশের মুকতি ।
যাহ২ অংশুমান তোমারে দিনু বর
তোমার বংশে আসিবে গঙ্গা পথিবীভিতর।
ঘোড়া লৈয়া অংশুমান অযোধ্যাপুরে প্রবেশে
সকল কথা কহে আসি সগরের পাশে।

ঘোড়া পাইনু গিয়া কপিলের স্থানে
তার কোপানলে পুড়ে মৈল সর্ব্ব জনে।
শুনিয়া সগর রাজার শোক হইল মনে
পুত্রশোকে নিরবধি করেন ক্রন্দনে।
যখন জন্ম হইল রাহুর ছিল দশা
তখনি ছাড়িয়াছি তা সভার আশা।
ষাটি হাজার পুত্রে শাপ দিলেন বিধাই
অল্প কালে মরিল না হৈল চিরাই।
অশুচি হইল যজ্ঞ না হইল সায়
কিমতে পাবেন মুক্তি ভাবেন উপায়।
স্বর্গে আছেন গঙ্গা আইসেন বসুমতী
তবে সে হইবে তোমার বংশের মুকতি।
অংশুমানে রাজ্য রাজা করি সমর্পন
গঙ্গারে আনিতে রাজা করেন গমন।
গঙ্গা না পাইয়া শরীরে বাড়ে শোক
মরিল সগর রাজা গেল ব্রহ্মলোক।
অংশুমান রাজ্য করে অযোধ্যা নগর
দিলীপ নামেতে হইল তাহার কোঙর।

পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল গঙ্গা আনিবারে
অনাহারে তপস্যা দশ হাজার বৎসরে।
গঙ্গা না পাইয়া গেল স্বর্গের উপর
দ্বিলীপ রাজ্য করে যেন দেব পুরন্দর।
অপুত্রক রাজা দুঃখ পায়েত বিস্তর
দুই নারী থুইয়া গেল অযোধ্যা নগর।
চলিল দ্বিলীপ রাজা গঙ্গা অনুসারে
কঠোর তপস্যা করে আছে অনাহারে।
কভু জলাহার করে কভু অনাহার
ব্রহ্মার সেবা করে দশ হাজার বৎসর।
গঙ্গা না পাইয়া রাজার শরীরে বাড়ে শোক
মরিল দ্বিলীপ রাজা গেল ব্রহ্মলোক।
অরাজক হৈল রাজ্য অযোধ্যা নগর
স্বর্গেতে চিন্তিত ব্রহ্মা দেব পুরন্দর।
পূর্ব্বে শুনিয়াছি বিষ্ণু হবেন সূর্য্যবংশে
কেমনে জন্মিবেন বংশ হইল নির্ব্বংশে।
সকল দেবতা যুক্তি ভাবেন মনে২
অযোধ্যা পাঠাইয়া দিল প্রভু ত্রিলোচনে।

দ্বিলীপের দুই স্ত্রী আছে নিজ দেশে
পার্ব্বতী শঙ্কর থাকি গেলত কৈলাশে।
বলদ রাখিয়া তারে বলেন ত্রিপুরারি
আমার বরে পুত্রবতী হবে এক নারী।
শুনিয়া তারা দুই নারী শিবের বচন
বিধবা আমরা কেমনে হইবে নন্দন।
শিব বলেন তোমরা দুই জনে কর রতি
আমার বরে এক জনার হইবে সন্ততি।
এই বর দিয়া গেল দেব ত্রিপুরারি
স্নান করিয়া গেল দ্বিলীপের নারী।
দুই জনে আছে তারা পরম পিরিতি
কত দিনে এক জন হইল ঋতুমতী।
দোঁহেতে জানিল যদি দোঁহার সন্দর্ভ
দোঁহে কেলি করিতে একের হইল গর্ব্ভ।
দশ মাস হৈল গর্ব্ভ প্রসব সময়
মাংসপিণ্ড পুত্র হৈল দেখিতে লাগে ভয়।
পুত্র কোলে করিয়া কান্দেন দুই জন
হেন পুত্রবর কেন দিলে ত্রিলোচন।

অস্থি নাহিক মাত্র মাংস চলিতে না পারে
দেখিয়া হাসিবে লোকে সকল সংসারে।
কোলে করি নিল তাহা চুপড়ির ভিতরে
ফেলিবারে নিয়া গেল শরযুর তীরে।
হেন কালে দেখিল বশিষ্ঠ তপোধন
ধ্যানেতে জানিল পুত্রের সকল লক্ষণ।
মুনি বলে থুয়ে যাও পথে শোয়াইয়া
কৃপা যে করিবে কেহ আতুর দেখিয়া।
পুত্র পথে শোয়াইয়া দোঁহে গেল ঘরে
অষ্টবক্র মুনি যান স্নান করিবারে।
আট ঠাই বাঁকা মুনি চলিতে না পারে
চাওয়াল তেমনি করে পথের উপরে।
এক দৃষ্টিতে মুনি তাহার পানে চায়
মুনি বলে আমারে দেখিয়া ভাউচায়।
আমারে দেখিয়ে যদি কর উপহাস
আমার ব্রহ্মশাপে শরীর হবে নাশ।
যদিবা তোমার শরীর হয় এমন
আমার বরে হও তুমি মদনমোহন।